# বিশ্বকাপ ফাইনাল

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ক্রীড়া আসর বিশ্বকাপ ফুটবল। সেই বড় আসরের সবচেয়ে বড় আয়োজন ফাইনাল ম্যাচ। জাপানের ইউকোহোমায় ফাইনাল ব্রাজিল, জার্মানিকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হলো। সেই ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর এবারের ২৪ ঘন্টার আয়োজন। জাপান থেকে এই ২৪ ঘন্টা প্রতিবেদনটি পাঠিয়েছেন **কাজী ইনসানুল হক, পিআর প্লাসিড** এবং **আরিফ মাসুদ ববি** ছবি **আইকাওয়া কিউকো** ও **প্রতিবেদকত্রয়**

## স্পট : জাপান

সকাল ৫.৩০ : আইকাওয়া কিউকো তার পিঙ্ক কালারের গাড়ি নিয়ে আমার বাসার সামনে এসে হাজির। 'দোকোমো' মোবাইল ফোনে মেইল পাঠালো তাড়াতাড়ি বাসা থেকে বের হবার জন্য। বের হয়ে পড়লাম বাসা থেকে।

গাড়ির দরজা খুলতেই জাপান থেকে প্রকাশিত মাসিক ম্যাগাজিন বিবেক-এর প্রধান সমন্বয়কারী আইকাওয়া কাওয়া কিউকো বলল, ওহাইয়ো গুজাইমাছ (শুভ সকাল)। তার উত্তর দিয়ে গাড়িতে বসলাম। গাড়ি ড্রাইভ করছে আইকাওয়া। উদ্দেশ্য, আজকের এই দিনে সারা পৃথিবীর আলোচিত জায়গা ইয়োকোহামায় যাওয়া।

৫.৫০ : কলেজ গোয়িং এক অল্প বয়স্ক ছেলে রসিকতা করে জানতে চাইল– কোথায় যাবে? উত্তর করলাম ইয়োকোহামা। খেলা দেখতে? না। তবে স্টেডিয়ামের কাছেই যাবো। কোন দল সমর্থন করো? ভেতর থেকে গরম পোক্কা কফি এনে দিল আইকাওয়া।

*ব্রাজিলিয়ানদের উৎসাহ জোগাতে ব্রাজিলিয়ান সাজে তরুণীরা*

*আসছে ছুটে ব্রাজিলিয়ান সমর্থক*

ছেলেটিকে বললাম– আমার এ পর্যন্ত প্রিয় সব মানুষের নাম 'আর' দিয়ে। এবং আমার প্রিয় দলটিতে 'আর' দিয়ে নামের ছড়াছড়ি। তাই ওদেরই সমর্থন করবো।

৬.৪০ : শিন ইয়োকোহামা স্টেডিয়াম। তখনও চারপাশের রাস্তা যানবাহন চলাচলের জন্যে খোলা রয়েছে। গাড়ি নিয়ে একবার চক্কর দিলাম। পুলিশ বাহিনী তাদের অবস্থান দেখে নিচ্ছে। কয়েকজন ব্রাজিলিয়ানকে দেখা গেল রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পতাকা হাতে নিয়ে। গায়ে সবার হলুদ গেঞ্জি। চারদিকে নেট লাগানো 'গছোউসা' বড় বড় বাস ভরে নিয়ে আসছে পুলিশ। গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলাম শিন ইয়োকোহামা স্টেশন।

৭.০০ : স্টেডিয়ামের আশপাশের কিছু কিছু রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করার প্রস্তুতি চলছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। শহরবাসীর জীবন যাত্রায় স্বাভাবিকতার ছাপ। কথা বললাম কয়েকজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে। তারা প্রত্যেকেই জানালো এই শহরে এত বেশি বিদেশীর সমন্বয় ঘটায় তারা খুশি। কিন্তু সারা দিনে তাদের আয় অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক কম হবে বলে বেশ চিন্তিত।

৭.১০ : কোথাও গাড়ি পার্কিং-এর সুযোগ না পেয়ে শিন ইয়োকোহামা এলাকায় সবচেয়ে দামী হোটেল-এর ৬ তলায় গাড়ি নিয়ে চলে গেলাম পার্কিং করতে। প্রতি ঘন্টায় ৭০০ ইয়েন চার্জ। কিছু আর করার রইল না। গাড়ি পার্কিং করে সামনের দিকে আসতেই চোখে পড়ল ব্রাজিল দলের সমর্থক, সাংবাদিক কর্মকর্তা। দেখে কম বেশি সবাই হাই হ্যালো বলছে। আবার চলে এলাম শিন ইয়োকোহামা স্টেশন।

৭.৩০ : স্টেশনের পাশে FIFA'র অনুসন্ধান কক্ষ সবেমাত্র খুলেছে। একজন দুইজন করে স্টাফ আসতে শুরু করেছে। পাশেই দাঁড়িয়ে

*ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টারের কাছাকাছি রেলস্টেশন সাকুরা গিৎসু-এর সামনেই ফুল গাছ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ফুটবল*

থাকা এক বাংলাদেশীর সঙ্গে কথা হল। নাম ফারুক। ১০ বছর ধরে জাপানে আছেন। এখানে এত সকালে দাঁড়িয়ে কি করছেন? প্রশ্ন করার পর বললেন তার এক বন্ধু অসুস্থ। তার এখন এখানে আসার কথা। আসলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে। ঘরে বসে টিভিতে খেলা দেখবে।

৮.০০ : আইকাওয়া কিউকো বললো, চলো নাস্তা করে নেই। আমরা তখন প্রিন্স হোটেলের পার্কিং এরিয়া থেকে গাড়ি আনতে যাচ্ছি। ওর কথায় রাজি হলাম। এত দামী জায়গায় নাস্তা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা চাট্টিখানি কথা নয়। তারপরেও লোভ ছিল এক ভিন্ন বিষয়ে। যদি কোনো বিখ্যাত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কয়েকজন বিদেশী সাংবাদিক ছাড়া আর তেমন কাউকেই কথা বলার মতো পাইনি। সবাইকেই বললাম, ম্যারাডোনা কোথায় আছেন তা জানেন কিনা। কেউই বলতে চাইলেন না। সবাই বললেন, তারা নাকি এ বিষয়ে কোনো প্রকার তথ্যই পাননি।

*খাবারের সন্ধানে আগতরা*

সকাল ৯.০০ : দূরত্বটা কম হলেও এখনও স্টেডিয়ামটা চোখে পড়ছে না। পথের একটা বাঁক আছে সে পর্যন্ত যেতে হবে। পথের শেষে বাঁকটা ঘুরতেই চোখে পড়লো স্টেডিয়াম। টোকিও থেকে মাত্র ২০ কিমি দূরে জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজধানী ইয়োকোহামার কোহোকু শহরে বিশ্বকাপ উপলক্ষে নির্মিত ৭২,৩৭০ দর্শক আসন বিশিষ্ট জাপানের বৃহত্তম স্টেডিয়াম Yokohama Int'l Stadium. পুরো স্টেডিয়ামটা একসঙ্গে চোখে পড়ে না। পাশে একটা বড় হাসপাতাল স্টেডিয়ামটার অর্ধেক অংশ আড়াল করে রেখেছে। Birds Eye View থেকে স্টেডিয়ামটা এত সুন্দর হলেও সমতল থেকে তা বোঝা যায় না। একটা ছোট্ট লেকের দু'পাশ দিয়ে সবাই স্টেডিয়ামের দিকে হাঁটছে।

স্টেডিয়ামের দুটো মূল গেট South আর West. আমরা প্রথম West গেটের দিকে এগুলাম। লেকটার পাড় ঘেঁষে অনেক বেঞ্চ। ইটালির এক যুবক ব্রাজিলের জার্সি পরে জার্সির পসরা সাজিয়েছে। ব্রাজিলের জার্সি ছাড়াও বিক্রি হচ্ছে ইটালির জার্সি। জাপানি তরুণীদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে ব্যক্তি হিসেবে বেকহাম আর দল হিসেবে ইটালি। ইটালির জার্সির নীল রং এদের কাছে Love Blue. বিক্রি হচ্ছে ক্রোয়েশিয়ার জার্সি তার সৌন্দর্যের জন্য। বিক্রেতার ছবি তুলতেই এক গ্রুপ পুলিশ এসে বিক্রেতাকে তার পসরা গোটাতে অনুরোধ করলেন এবং নিজেরাও হাত লাগিয়ে তাকে সাহায্য করলেন। রাস্তার দু' দিকে অসংখ্য ডায়নামো। জরুরি প্রয়োজনে যে কোনো বিপর্যয়ে এগুলো কাজে লাগবে। আকাশে দুটো নিরাপত্তা বিমান স্টেডিয়ামের ওপর চক্কর দিচ্ছে।

*মালয়েশিয়া থেকে আসা প্রেমিক-প্রেমিকা। ওরা খেলা না দেখে বেশি দামে বিক্রি করে দিয়েছে*

স্টেশন থেকে এত কাছে তবুও আমরা যখন West গেটে পৌঁছলাম তখন নয়টা বেজে গেছে। ছোট্ট একটা পার্কের মতো। ওয়ালে অনেকেই বসে আছে। দর্শকের চেয়ে নিরাপত্তা কর্মীর সংখ্যাই বেশি। এখন পর্যন্ত জার্মানির জার্সি পরিহিত কাউকে দেখিনি। বসে পড়লাম ওখানে। এক বিদেশী এলেন। ইউরোপিয়ান ফেস, একটু সতর্ক চোখে

*দৈনিক প্রথম আলো'র ক্রীড়া সাংবাদিক পবিত্র কুমার কুন্ডর সাথে বসে কথা বলছিলাম*

এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, দুটো টিকেট আছে। বললাম, কোন ক্যাটাগরি এবং কত করে। চাইলেন এক হাজার ডলার। মানে ১২ মান ইয়েন করে ২৪ মান ইয়েন। আমরাও Fun করে বললাম দুটো ৫ মান দেবো। ভদ্রলোক অবজ্ঞার হাসি দিয়ে সরে পড়লেন। তাকিয়ে দেখি দু'জন পুলিশ আমাদেরকে আর ঐ ভদ্রলোককে পর্যবেক্ষণ করছে। আগেই জেনেছি লুকোনো ক্যামেরায় প্রতিটি দর্শককে শনাক্ত করার মত পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া আছে। ভদ্রলোক অন্য একজনের কাছে যেতেই পুলিশ অফিসার তার কাছে গেলেন এবং বললেন, আপনি কি কিছু খুঁজছেন? ভদ্রলোকের সপ্রতিভ জবাব, আমার কাছে Extra দুটো টিকিট আছে, তা বিক্রির ব্যবস্থা করছি। পুলিশ অফিসারটি বললেন, এভাবে বিক্রি দন্ডনীয়, আপনি JFA অফিসে যান। ভদ্রলোক কিছু না বলে এগিয়ে গেলেন। একভাবে বসে অনেকক্ষণ ফুটবলপ্রেমীদের দেখছি।

**১০.০০ :** স্টেডিয়ামের পেছন অংশে যাবার পথে হাঁটলাম। পেছনের অংশের শেষ দিকে একটা গেট আছে। তবে এটা নিরাপত্তার জন্য বন্ধ। এমনিতেই রাস্তা ঘেঁষে গ্রিলের বেড়া সম্ভবত এ পথেই প্লেয়াররা আসবেন। আসবেন সম্রাট, প্রধানমন্ত্রী কইজুমী, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট Kim Dae Jung, জার্মান চ্যান্সেলার Gerhard Schroeder, জার্মান প্রেসিডেন্ট Johannes Rau, জর্দানের বাদশা আবদুল্লাহ আর পেলে। ম্যারাডোনা রাষ্ট্রীয় অতিথি নন, তাই তিনি সাধারণভাবেই আসবেন। গেট থেকে পেছন পর্যন্ত যেতেও আধঘন্টা লেগে যায়। ভিড় বাড়তে শুরু হয়েছে। ব্যান্ড বাজছে, ব্রাজিল সাপোর্টারদের নাচ চলছে। কোনো বাস এসে গেটে দাঁড়াতেই সবাই ছুটছে প্লেয়ারদের সামনা-সামনি দেখবে বলে। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হচ্ছে। ব্যস্ত সড়কে সাধারণ যানবাহন ছুটছে। ব্রাজিল সাপোর্টারদের উদ্যাম নৃত্য দেখে তারাও হর্ন বাজাচ্ছে। ট্যাক্সি একটা একটা করে আসছে ভেতর থেকে বড় বড় ক্যামেরা আর সরঞ্জাম নিয়ে আসছেন বিদেশী সাংবাদিকরা, টিভি ক্রুরা। নেমেই কূল পাচ্ছেন না কোন দিকে যাবেন। গ্রিলের ভেতর থেকেই নিরাপত্তাকর্মীরা তাদের মিডিয়া সেন্টারে যাবার পরামর্শ দিচ্ছেন। যেখানে সেখানে ড্রাম বাজছে আর মাঝে মাঝে একটা শব্দ আসছে ব্রাজিল-ব্রাজিল। দুটো কুকুর নিয়ে হাঁটছেন এক মহিলা। কুকুরের গায়ে জাপানের জাতীয় দলের জার্সি। হঠাৎ কুকুর দুটোর বিকট চিৎকার। তাকিয়ে দেখি নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতর ক'জন নিরাপত্তাকর্মীর হাতে শেকলে বাঁধা অনেকগুলো নিরাপত্তা কুকুর। ভেতরের কুকুরদের পদমর্যাদার কথা ভেবেই বাইরের কুকুরের এই প্রতিবাদ।

**১০.১০ :** পুলিশের অস্থায়ী স্টেশনের ওপর দিয়ে চলে গেলাম অপর প্রান্তে। দেখা হলো ফটো সাংবাদিক ওওৎস্যু সানের সঙ্গে। স্টেডিয়াম থেকে বেশ দূরে পাহাড়ের ওপর গাড়ি পার্কিং করে বেশ কয়েকটা ক্যামেরা স্টেডিয়ামের দিকে মুখ করে দাঁড় করানো অবস্থায় কথা বলছে আমাদের সঙ্গে। কথার মাঝেই ফোন করলাম দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক কুমার পবিত্র কুন্ডুকে। শ্রী কুন্ডু তার কাছাকাছি অর্থাৎ IMC-এর কাছে গিয়ে দেখা করতে অনুরোধ জানালেন।

**১০.৩০ :** পাহাড়ের ঢালুতেই থাকেন এন্ডো কিনোকো। বিদেশী দেখে শুভেচ্ছা বিনিময় করল। এরপর বাসা থেকে দৌড়ে গিয়ে জুস এনে দিলেন আমাদেরকে। মহিলা জন্মসূত্রে চাইনিজ, স্বামী ডাক্তার। বললেন, এই এলাকার পুলিশ প্রধান তার স্বামীর বন্ধু। ওনার কাছ থেকে জানতে পারলাম, নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন কেন থেকে মোট পুলিশ আনা হয় ৭,৪০০ জন।

**১১.০০ :** সিজ্যুওকা কেন থেকে বাস ভাড়া করে ব্রাজিলিয়ানরা আসছে। রাস্তায় পেট্রোল কারের সংখ্যা সকালের চেয়ে বহুগুণে বেড়ে গেছে। ব্রাজিলিয়ানদের প্রতিটা গাড়িকে ওরা ফলো করছে। পুলিশ আর পুলিশের গাড়ি দেখে মনে হলো সারা জাপানের পুলিশ যেন আজকে ইয়োকোহামাতে জড়ো করা হয়েছে।

**১১.৩০ :** ট্রেনে চড়লাম কাছাকাছি স্টেশন সাকুরা গিৎস্যু যাবার জন্য। ট্রেনের ভেতরে এবং বাইরে যেদিকে তাকাই শুধু হলুদ আর

*স্টেডিয়ামের বাইরের অবস্থা ঘুরে দেখতে এসেছে বাঙালি পরিবার*

হলুদ। কোথাও কোথাও সমর্থকদের দেখে দেশে সরিষা ফুল ফোটা অবস্থায় জমির কাছ দিয়ে কোথাও যাবার কথা মনে পড়ল।

১২.০০ : সাকুরা গিৎস্যু স্টেশনের কাছাকাছি যেতেই উভয় দলের সমর্থক চোখে পড়ার মতো মনে হলো। আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন জাহিদ হোসেন।

ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। লেকের দু'ধার দিয়ে লোক স্টেডিয়ামমুখো। ড্রামের বিট, চিৎকার আর উল্লাস। জার্মানির সমর্থকরাও আসছে। নিরপেক্ষ দর্শকরা বিশেষ করে মেয়েদের দু' গালের একদিকে জার্মানির আর অন্যদিকে ব্রাজিলের পতাকা। অসংখ্য সাপোর্টার রঙতুলি নিয়ে এসেছে। আগ্রহীরা মুখে গালে রং করছে। ব্রাজিলের জার্সি গায়ে এক বিদেশী রঙ শিল্পী বিপদে পড়লেন। এক তরুণ তার গালে জার্মানির পতাকা আঁকতে বললেন। বেচারী এই প্রথম বিপক্ষ দলের পতাকা আঁকবেন। সহাস্যে আঁকতে শুরু করলেন।

দু'একজন বাংলাদেশীকে দেখা যাচ্ছে। সুদূর সিজুকা কেন থেকে এসেছেন ওরা ৩ বন্ধু— মোয়াজ্জেম, সাইদুর রহমান, সিরাজুল ইসলাম। ঢাকা থেকে অনেকের আসার কথা শুনেছি। সাংসদ পিন্টু, প্রধানমন্ত্রীর MR. Falu। তবে এক ভদ্রলোককে দেখেছি পরে জেনেছি উনি PEPSI'র বাংলাদেশী মালিক মিঃ মোনায়েম। বিশ্বকাপ কভার করতে এসেছেন প্রথম আলোর পবিত্র কুন্ডু, এখানকার স্থানীয় আমাদের শ্রদ্ধেয় মনজুরুল হক ভাই, জনকণ্ঠের শিবলী, VOA-এর মতিয়ুর রহমান। জনকণ্ঠে লিখছেন আমাদের বন্ধু NHK কর্মরত সুমন রহমান। জাপান প্রবাসী অনেকেই খেলা দেখছেন।

১২.৩০ : ফোন বেজে উঠল। ফোন রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির দিকে তাকালাম। ফোন করেছেন পবিত্র কুন্ডু। জানালেন, ওনার আসতে কিছুটা দেরি হবে। কিছু আর করার নেই। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম। IMC-এর সামনে থাকায় বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকদের সঙ্গে। বেশ ভালোই লাগল ওদের আসা-যাওয়া দেখে।

১.০০ : চলে এলেন পবিত্র কুন্ডু। সঙ্গে মালয়েশিয়ান দু'জন অতিথি। গেরি এবং লিন্ডা। ওরাও বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনাল খেলা দেখতে এসেছে। সবে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা ডিঙালেন। কিছুদিন আগে বেড়াতে গিয়েছিলেন টার্কি।

এবারের বিশ্বকাপ শুরুর প্রথম থেকে পবিত্র কুন্ডু ছিলেন কোরিয়ার সিউলে। তাই দুই দেশের ওপর মন্তব্য করতে বললে প্রথমেই বললেন কোরিয়ানদের ব্যবহার খুব ভালো। মিশুক এবং হেল্পফুল। আর ওদের ম্যানেজমেন্ট চমৎকার। জাপানিজরা অত্যধিক কমার্শিয়াল।

৩.০০ : শিন ইয়োকো হামা স্টেশনে ট্রেন থামলো। যাত্রীতে ঠাসাঠাসি ট্রেন মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা। সব যাত্রীই যেন বিশ্বকাপ ফুটবলের সমর্থক বা দর্শক। এবারে মনে হলো অন্যরকম এক উৎসব উৎসব ভাব। লোকের ভিড়ে ইচ্ছা করলেও উল্টোদিকে যাওয়া সম্ভব নয়। স্রোতের মতো ভেসে যেতে হচ্ছে আমাদের। স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের সময় লেগে গেলো প্রায় পনেরো মিনিট। স্টেশনের বাইরে আসার পর আর মনে হয়নি আমরা জাপানে আছি। বরং জাপানিজদেরই মনে হলো ওরা বিদেশী। হলুদ ছাড়া ভিন্ন কোনো রঙ চোখে পড়ে না।

সময় যে কিভাবে কেটে যাচ্ছে বোঝার উপায় নেই। দেখা হলো নারিন্দার ফুটবল পাগল আনোয়ারের সঙ্গে। কোরিয়াতেও ছুটেছে দুটো খেলা দেখতে। সাপোর্ট করছেন কাকে— আনোয়ারের চটপট উত্তর— অবশ্যই ব্রাজিল। আনোয়ারের সঙ্গে ওর দুই বন্ধু নারিন্দার রিপন আর নবাবপুরের নয়ন। তিনজনই রং মেখে সং সেজেছে। নারায়ণগঞ্জের ভোলা সাহা বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে এসেছে, যত টাকাই লাগুক টিকিট কিনবে, খেলা দেখবে। ভোলা সাহার হাতের বাংলাদেশের পতাকা টেনে নিয়ে গাইবান্ধার সাদেকুল ছবি তুললেন। আমরা দু'জন দু' গেটে চলে গেলাম। কথা হলো আমরা ভেতরে ঢুকবো ৬টার পরে। কেননা ভেতরে আমাদের বসতে হবে আলাদা আলাদা রো'তে।

সাড়ে চারটায় গেট খুলে দিল। স্রোতের মতো মানুষ আসছে। অনেকে গলায় ঝুলিয়ে

*ইয়োকোহামা স্টেডিয়ামের দর্শনার্থীদের ভিড়*

রেখেছে দুর্লভ বিশ্বকাপের ফাইনাল টিকিটটা। গেট পেরিয়ে তর তর করে চলে যাচ্ছে। আকাশ কিছুটা মেঘলা। ওপরে ঘুরছে নিরাপত্তা বিমান। শেষবারের মতো একবার গেটে যাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু না, মানুষের ভিড়ে উল্টোপথে হাঁটতে গিয়ে এক ঘন্টা সময় নষ্ট হলো।

৪.১৫ : মালয়েশিয়া থেকে খেলা দেখতে এসেছে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা। নাম Gary ও Linda দুপুর থেকেই দু'জন আমাদের সঙ্গে সঙ্গ দিচ্ছিল। হঠাৎ মত পাল্টালো ওরা খেলা দেখবে না। দু'জনের টিকিট দুটো বিক্রি করে ফেলবে। ঘোষণা দেবার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী ক্রেতার ভিড় জমলো। এক মহিলাকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, কাজ করেন টোকিও এক কোম্পানিতে। ইন্টারনেটে অনেক চেষ্টা করেও টিকিট হাতে পায়নি। স্টেডিয়ামে এসে যদি টিকিট পেয়ে যায় তাহলে ৪০০ ডলার পর্যন্ত দাম হলে কিনে খেলা দেখবে। তখন পুলিশ এসে ঝামেলা করলো আমাদেরকে। আমরা প্রেসের লোক শুনে আর কোনো কথা না বলে চলে গেল।

পরে অবশ্য আমাদের একজনের সহায়তায় তিনশ' ডলারের (প্রায়) টিকিট ১ হাজার ডলারের বিক্রি করে দেয়া হয়।

৬.০০ : সাউথ গেটে শুরু হয় ব্রাজিলের জনপ্রিয় সাম্বা নাচ। সে এক বিশাল অবস্থা। তারা যেন আজ বিশ্বকাপ নিয়েই যাবে। এ জন্যই এতো আয়োজন। একসময় গায়ে শুধু ব্রা পরা এক ব্রাজিলিয়ান তরুণীকে রসিকতা করে বললাম, তোমাদের কারণে মনে হয় জার্মানের সমর্থক কেউ প্রকাশ্যে কিছু করতে সাহস পাচ্ছে না। তরুণী রসিকতা করে বললো, ওরা হারবে জেনেই আজ এখানো আসেনি।

আমাকে কাগজে কিছু লিখতে দেখে জাপানিজ এক মেয়ে পাশে বসলো। ভাঙা ইংরেজিতে জানতে চাইলো আমরা কোন দেশী? বললাম, বাংলাদেশী। পাল্টা প্রশ্ন করলাম কেন এখানে এসেছো? ও বলল এখানে আসলে অনেক বিদেশীর সঙ্গে পরিচয় হবে। এদের কাউকে বন্ধু করে নিতে পারবে। কারণ বলল, এতে ভালো ইংরেজি শেখা যাবে। তার ইচ্ছে ইংরেজিতে কথা বলা।

ভেতরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিলাম। কেননা ভেতরে ঢুকে নিজের Row পর্যন্ত যাওয়া যায় সহজে, কিন্তু সঠিক সিটটাতে গিয়ে বসে থাকা দর্শকদের মাড়িয়ে যেতে হয়। শেষবারের মতো ফোন করতে গিয়ে দেখলাম Mobile Connect হচ্ছে না। বুঝলাম Wave Hazzared Mail পাঠাতে গিয়েও বাধাগ্রস্ত হলাম। বুঝলাম Phone আর কাজ করবে না। নিজের আসনে বসতেই ৭টা বেজে গেছে। চারদিকে তাকিয়ে বিশাল স্টেডিয়ামটা দেখে মনটা ভরে গেলো। টিকিটের জন্য কত ছোটাছুটি, কত পরিশ্রম সব আজ সার্থক।

রাত ৮.০০ : রেফারির বাঁশি বেজে উঠলো। শুরু হলো যুদ্ধ। খেলা দেখতে ডুবে গেলাম। প্রকৃত অর্থেই মাঠের চেয়ে টিভি পর্দায় খেলা দেখায় সব কিছু স্পষ্ট হয়। প্রতিটি খেলোয়াড়কে চেনা যায়, খেলার ফাঁক-ফোকর দেখা যায়। ছবি তুলতে গিয়ে 'জুমে'র কল্যাণে মাঝে মাঝে সবাইকে দেখছি কিন্তু পাশের অনেকেই বিরক্ত হচ্ছেন। অবশ্য জায়ান্ট টিভি স্ক্রিনে সব দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে হাফটাইম পেরিয়ে গেলো।

মধ্যবিরতির পর খেলা শুরু। তারপর ২২ মিনিটে রোনাল্ডোর গোল। ক্যামেরা তাক করেই ছিলাম। ছবি নিলাম, তবে ছবি Print করে বুঝতে পারছি না, ছবির কোনটা গোল নাকি ব্যর্থ গোলের ছবি। গ্যালারিতে হৈ চৈ শব্দ, চিৎকার, ক্যামেরার ফ্লাশ। গ্যালারির নাচ সে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

আমার সামনের এক তরুণ জুটি— জাপানি। কোনো দলের সমর্থক নয় বোধহয় কিন্তু ছেলে বন্ধুর অনুরোধে নিমেষে খুলে ফেললো তার হাফ শার্ট। বন্ধুটি পরিয়ে দিলেন ব্রাজিলের জার্সি। ব্রা পরা তরুণী নজর কাড়লো না, সবাই ব্যস্ত ফুটবল প্রেমে।

আবারও চিৎকার, আবারো গোল। সেই রোনাল্ডো। গ্যালারিতে বসে মনে হলো রিভালদো গোল করলেন কিন্তু না রোনাল্ডো।

*কে রোখে আমাদের? আমরা এবারের কাপ নিতেই এসেছি। বিয়ার হাতে ওরা সবাইকেই বলছে এভাবে*

আবারও চিৎকার। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৩ মিনিটে রোনাল্ডোকে উঠিয়ে নেয়া হলো। যথাযথ শেষ বাঁশি বাজলো।

রাত ১০.০০ : ব্রাজিলের কোচ দৌড়ালেন মাঠের দিকে। সবাই আনন্দে একে অপরকে জড়িয়ে ধরছেন, পতাকা বুকে নিয়ে ছুটছেন। গ্যালারিতে তখন আনন্দে উন্মাতাল দর্শককূল। আকাশে বৃষ্টির ছটা। জার্মানির গোলকিপার বসে পড়লেন গোলপোস্টে হেলান দিয়ে। জুম দিয়ে কানের বিষণ্ন চেহারা দেখলাম, ক্যামেরা ক্লিক করলাম।

মঞ্চে বিশ্বকাপ প্রদান অনুষ্ঠানের তোড়জোড় চলছে। জার্মানির খেলোয়াড়রাও সমবেত হয়ে দর্শকদের অভিবাদন জানালেন, ব্রাজিলিয়ানরাও। মঞ্চে উভয়পাশের খেলোয়াড়দের মেডেল পরানো হলো, রেফারিও মেডেল পড়লেন।

ব্রাজিলের দুটো গোল রুডি ভয়েলারের জার্মানিকে হারিয়ে বিশ্ববিজয়ী হলো। এই বিজয়ের নায়ক ইন্টারমিলানের ফরওয়ার্ড রোনাল্ডো। যিনি দীর্ঘদিন হাঁটুর সমস্যায় তার খেলোয়াড় জীবনের ক্রান্তিকাল কাটাচ্ছিলেন। এবার তিনি হলেন মহানায়ক।

মঞ্চে সোনার কাপ দেয়ার অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে ফিফা প্রেসিডেন্ট সেফ ব্লাটার এবং ফুটবল Legendary'র হাত থেকে ব্রাজিলের ক্যাপ্টেন কাফু বিশ্বকাপ গ্রহণ করলেন। আনন্দ আর অশ্রু কেউ সংবরণ করতে পারছেন না। কাফু কি ভেবে ডায়াসের টেবিলটা পরীক্ষা করলেন এবং লাফ দিয়ে উঠলেন সেই ডায়াসেই। সোনার কাপ তুলে ধরলেন ওপরে, অজস্র ধারায় পাপড়ি বর্ষণ শুরু হলো। এবার শুরু হলো ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের সোনার কাপে চুমু খাবার প্রতিযোগিতা।

*জাপানি কালচার। লাইন ধরে আসছে জাপানি তরুণীরা*

রাত ১১.০০ : বৃষ্টি পড়ছে, এর মধ্যে বেরুলাম। ববিকে ফোন করলাম, ফোন কাজ করছে। আসার সময় লেকের ধারে যেখানে আমরা দুটো ছাতা লুকিয়ে রেখেছিলাম সেখানে মিললাম দু'জনে। প্রচন্ড ভিড়ে এ পর্যন্ত পৌঁছতেই রাত বারোটা বেজে গেছে। স্টেশনে এসে জানলাম রাত তিনটা পর্যন্ত সব ট্রেন চলবে- দুটো ট্রেনে ওঠার চান্স পেলাম না, তৃতীয়টাতে উঠলাম। চলন্ত ট্রেন থেকে দূরে অপসৃয়মাণ Yokohama

*সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ওরা স্টেডিয়ামের চারদিকে চিৎকার করে বাঁশি বাজিয়ে উল্লাস মিছিল করতে থাকে। হাসপাতালের সামনে কয়েকবার পুলিশ এদের বাঁধা দেয়*

Int'l Stadiumকে বিদায় জানালাম। Higashi Kanagawa-Station-এ এসে ট্রেন বদল- Kehin Tohoku Line-এ যখন টোকিও স্টেশনে পৌছলাম তখন রাত ১টা। এখানে ভিড় নেই, কেবল ব্রাজিলের জার্সি পরিহিত এক জাপানি তরুণকে দেখলাম চলন্ত সিঁড়ির উল্টোদিক দিয়ে নামছে আর চিৎকার করে বলছে 'ব্রাজিল কাত্‌তা' অর্থাৎ ব্রাজিল জিতেছে। এটাই বোধহয় তার আনন্দ প্রকাশের চেষ্টা। সিঁড়ির গেটে অপেক্ষমাণ পুলিশ মৃদু হাসছে।

টোকিও স্টেশন থেকে আমরা JR Yamanole-Line বদল করলাম বাসার উদ্দেশ্যে। কম্পার্টমেন্টটা একদম ফাঁকা, কেবল এক মধ্যবয়স্ক যাত্রী। বোঝা যায় প্রচুর পান করেছেন। গুন গুন করতেই কণ্ঠে জোর এলো, ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করে উঠলাম দু'জনেই।

রিটার্ন টিকিট সঙ্গে নিয়ে আইসাছিলাম দুনিয়ায়, টাইম হইলে যাইতে হইবো, যাওয়া ছাড়া নাই উপায়।

১২.০০ : সারা পৃথিবীর শত শত কোটি লোকের স্নায়ুযুদ্ধের মতো উত্তেজনা এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেলো। পরিবেশ অন্ধকার হয়ে আসছে ক্রমে। গাড়িতে বসেই চারপাশের বাস্তবতা উপলব্ধি করলাম।

এতো রাতেও দেখার ছিলো অনেক কিন্তু বেরসিক পুলিশ আর ট্রাফিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আইকাওয়া গাড়ি নিয়ে বাড়িমুখী হতে চায়। মধ্যরাতে যতোটা লক্ষ্য করেছি, খেলা শেষে স্বেচ্ছাকর্মীরা যতোটা সম্ভব সঙ্গে সঙ্গেই ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছে। পরের দিন সকালেই যেন নগরবাসীর চলাচলে কোনো প্রকার সমস্যার সৃষ্টি না হয়।

স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে দেবার জন্যই সবার ছিলো এমন প্রচেষ্টা আর সহযোগিতা।

*ওরা সবাই খেলা দেখতে চায়*

**placid-pr@hotmail.com**
**ahmahm@plum.plala.or.jp**
**kyoko 37@cf.mbn.or.jp**
সহযোগিতা: **জাহিদ হোসেন**